بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২-০৮/০৩ | সোমবার, ০৯ শা'বান, ১৪৪২ হিজরী | ২২/০৩/২০২১ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بسم الله الرحمن الرحيم

মুসলিমদের এবং দেশের উপর ধর্মান্ধ মোদির আগ্রাসন বিস্তারে সাহায্যকারী বিশ্বাসঘাতক হাসিনার হাতকে পাকড়াও করার জন্য প্রতিশ্রুত খিলাফত প্রতিষ্ঠার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসুন

মুসলিমবিরোধী হিন্দুত্ববাদী মোদিকে ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার' ৫০ বছর উদযাপনের জন্য অতিথি হিসেবে নিয়ে আসার ধৃষ্টতা প্রদর্শনের কারণে বাংলাদেশের মুসলিমগণ হাসিনা সরকারের উপর প্রচন্ড ক্ষুব্ধ। গুজরাট ও কাশ্মীরের মুসলিমদের নৃশংসভাবে হত্যাকারী, বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারী এই কসাইকে আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে হাসিনা এটা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়নি যে, সে ও তার সরকার আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জ্বাল, তাঁর রাসূল (সাঃ) ও মুসলিম উম্মাহ্'র প্রকাশ্য শত্রু। হাসিনা মুসলিমদের এই চরম শত্রুকে কেবল আমন্ত্রণই জানায়নি, বরং তার দুর্বৃত্ত পুলিশ বাহিনীকে দিয়ে জনগণকে এরূপ হুমকি দেয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছে যে, নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে কেউ সমাবেশ করলে তাদের 'রাষ্ট্রদ্রোহী' হিসেবে গণ্য করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে! এমনকি তারা এই বাস্তবতাকেও ছাড়িয়ে যায়; রাজপথে প্রতিবাদ নয় বরং শুধুমাত্র ফেসবুকে মোদির বিরুদ্ধে কথা বলে ভিডিও আপলোডের দায়ে এক কিশোরকে গ্রেফতার করা হয়। *(মানবজমিন ২১মার্চ, ২০২১)*। এটা হাসিনা কর্তৃক জনগণের সাথে একটি তামাশার শামিল, কারণ সে একদিকে 'স্বাধীনতা' উদযাপনের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানায়, আর অন্যদিকে উম্মাহ্'র সার্বভৌমত্বে আঘাতকারী কুখ্যাত মোদী ও তার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে কঠোর হস্তে দমনের হুমকি প্রদান করে! আর, হাসিনার এই নতজানুতা এতটাই ঘৃণ্য, যখন সে নিজ দেশের জনগণ কর্তৃক এই শত্রুরাষ্ট্রের প্রধানকে 'অপরাধী' আখ্যা দেয়াকে বরদাস্ত করছে না, অথচ একই শত্রুরাষ্ট্রের মন্ত্রীকে আমাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাদের নিরস্ত্র জনগণকে 'অপরাধী' আখ্যা দিয়ে সীমান্তে হত্যাকাণ্ডসমূহকে ন্যায়সঙ্গত হিসেবে দাবী করার সুযোগ দিয়েছে! *("অপরাধের কারণে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে হত্যাকাণ্ড: জয়শংকর", দ্য হিন্দু, মার্চ ০৪, ২০২১)*। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই রকম ব্যক্তিদের মুনাফিক হিসেবে উল্লেখ করেন যারা কাফির শত্রুদের কাছ থেকে ক্ষমতা ও সম্মান কামনা করে: **"মুনাফিকদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। যারা মু'মিনদের বর্জন করে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে; তারা তাদের নিকট কি সম্মান প্রত্যাশা করে? অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহ্'রই জন্য।"** [সূরা আন-নিসা: ১৩৮-১৩৯]

হে মুসলিমগণ, আমরা অবগত আছি, ভারতের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের কাছে আপনাদেরকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণে শেখ হাসিনার ঘৃণ্য সহযোগীতার কারণে আপনারা বিক্ষুব্ধ। ভারতের আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সুদৃঢ়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সম্পদে, অবকাঠামোয় ও শিল্পখাতে ভারতের অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিতে হাসিনা বাকি রাখে নাই। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদের শত্রুদের সাথে এরূপ সহযোগীতার ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করেন, যা আমাদেরকে তাদের বলির পাঠা বানায় এবং আমাদের উপর তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে: **"যদি তারা তোমাদেরকে করতলগত করতে পারে তবে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তোমাদের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে তাদের হস্ত ও রসনাসমূহ প্রসারিত করবে, এবং তারা চাইবে যে তোমরাও তাদের মতো কোনরূপে কাফির হয়ে যাও।"** [সূরা মুমতাহিনা: ২]। নির্লজ্জতা ও মিথ্যাচার ব্যতীত মুশরিক শত্রুরাষ্ট্র ভারত ও তার পশ্চিমা প্রভুদের স্বার্থরক্ষা করতে শেখ হাসিনার নিকট তার বিশ্বাসঘাতকতার পক্ষে আর কোনও যুক্তি নাই। মোদির আগ্রাসনের বিষয়ে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী দলের নিশ্চুপতায়ও আপনাদের অবাক হওয়ার কিছু নেই, কেননা বিএনপি ও বিজেপি উভয়ই মার্কিন দালাল, যারা এই অঞ্চলে ভারতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে চীনকে প্রতিহত এবং খিলাফতের উত্থানের বিরুদ্ধে লড়াই করার মার্কিন নীতিকে অনুসরণ করছে।

হে মুসলিমগণ, তারা সেই সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শাসক যাদেরকে কাফির-সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফত ধ্বংসের পর মুসলিমদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে, যাতে তারা মুসলিম উম্মাহ্'র ক্ষতিসাধন করে হলেও তাদের পশ্চিমা প্রভুদের ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে রক্ষা করতে পারে। হাসিনার বিরুদ্ধে কেবল প্রতিবাদ ও সমাবেশের আয়োজনই কি পশ্চিমা সমর্থিত এই যুলুম থেকে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি এনে দেবে? পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থাকে অপসারণ না করে কেবলমাত্র হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে কি আপনারা সত্যিকার অর্থে মুক্তি অর্জন করতে পারবেন, যা নিয়মতান্ত্রিকভাবে এই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোকে (আওয়ামী লীগ, বিএনপি, অথবা অনুরূপ) একের পর এক ক্ষমতায় বসায়?

হে মুসলিমগণ, আমাদের সত্যিকারের মুক্তির পথ আমাদের বিশ্বাসের (আক্বীদার) মধ্যেই নিহিত; যা হলো আল্লাহ্'র (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ্'র রাসুল (সাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত সুসংবাদ। মুসলিম হিসেবে আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও তাদের অব্যাহত আগ্রাসন প্রত্যক্ষ করে আমাদের কখনই আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত নয়। কারণ এটাই আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জ্বাল-এর প্রতিশ্রুতি যে, শেষপর্যন্ত এই উম্মাহ্ই বিজয় অর্জন দ্বারা সম্মানিত হবে: **"আমি অবশ্যই সাহায্য করব আমার রাসূলগণকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে, দুনিয়ার জীবনে এবং যেদিন সাক্ষ্যদাতারা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য দাঁড়াবে সেদিনও"** [সূরা আল-মু'মিন: ৫১]। এবং, মুশরিক রাষ্ট্র ভারতের আগ্রাসন ও আধিপত্য বন্ধ করতে ও সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকে ইসলামের ন্যায়বিচার ও ছায়াতলে নিয়ে আসতে আমাদের অবশ্যই নবুয়্যতের আদলে প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রসর হতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ)-এর প্রদত্ত সুসংবাদ বাস্তবায়নে সক্ষম হবো: **"আমার উম্মতের দুইটি দলকে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুন থেকে সুরক্ষা দিয়েছেন: একটি দল যারা ভারত জয় করবে, আর অন্যটি যারা ঈসা ইবনু মারিয়ামের সঙ্গে থাকবে"** (আহমাদ এবং আন-নিসাঈ)। ভারতের মুশরিক শাসকেরা মানবজাতি এবং উম্মাহ্'র সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত করা থেকে কখনোই বিরত হবে না, যতক্ষণ না আসন্ন খিলাফতের সাহসী সেনাবাহিনী তাদেরকে অপদস্ত অবস্থায় বন্দী করবে। ভারতের মুশরিক শাসকেরা কেবলমাত্র যে এই উপমহাদেশে শুধু মুসলিমদের শত্রু তা নয়, বরং ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার মাধ্যমে নিজেদের রাজনীতি ও শাসন টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তারা সকল ধর্মের সাধারণ জনগণেরই ক্ষতি সাধন করছে। কাজেই, এই উম্মাহ্'র এখন একান্ত প্রয়োজন মুহাম্মদ বিন কাসিম আল-সাকাফির মত সাহসী সেনাবাহিনীর জেনারেল, যিনি এই উপমহাদেশে শান্তি ও ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় আজকের দিনের রাজা দাহির নরেন্দ্র মোদিকে বন্দী করবেন।

বাংলাদেশের প্রিয় মুসলিমগণ, সত্যনিষ্ঠ দল **হিযবুত তাহ্রীর**-এর আহ্বানের প্রতি মনোযোগ দিন, মুশরিক রাষ্ট্র ভারত ও তার সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের যুলুমের পরিসমাপ্তি ঘটাতে প্রতিশ্রুত খিলাফত রাষ্ট্র অতিআসন্ন। এমন ক্রান্তিলগ্নে যখন কাফির-মুশরিকরা ইসলাম ও উম্মাহ্'র প্রতি তাদের সহিংসতার মাত্রা অন্য যেকোনো সময়ের চাইতে বাড়িয়ে দিয়েছে, তখন উম্মাহ্'র একমাত্র ঢাল খিলাফত ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে আপনাদেরকে অবশ্যই সুস্পষ্ট অবস্থান নিতে হবে; এবং এই লক্ষ্যে **হিযবুত তাহ্রীর**-এর সাথে কাজ করতে হবে এবং সামরিক বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে যারা আপনাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু কিংবা পরিচিতজন তাদের নিকট বিশ্বাসঘাতক হাসিনার হাতকে পাকড়াও করে **হিযবুত তাহ্রীর**-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানাতে হবে। আপনাদের জন্য এটাই একমাত্র পথ, হে মুসলিমগণ!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সেই আহ্বানে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে এমনকিছুর দিকে আহ্বান করা হয় যা তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে" [সূরা আল-আনফাল: ২৪]

হিযবুত তাহ্রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ